গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
শাখা-৪ (সমন্বয়)
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.০৪২.১৬-৪০৫

তারিখ: ২০ শ্রাবণ, ১৪২৩ / ০৪, আগস্ট ২০১৬

বিষয় : আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩ তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০১.১৫(অংশ-১)-৪৮৯, তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০১৬।

সূত্রোস্থ স্মারকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত কার্যবিবরণীতে বর্ণিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে এ শাখাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে-০৪ (চার) পাতা।

০৪.৮.২০১৬

(মোঃ আখতারুজ-জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৭০৯৭
ই-মেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :**

১. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ১-২, কারিগরি, মাদ্রাসা, কলেজ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

**অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :**

০১. উপসচিব (রাজনৈতিক অধিশাখা-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৬৩.৩২.০১২.১৬- ৪৬৭ তারিখ ঃ ২১ আগষ্ট, ২০১৬খ্রিঃ।

বিষয় ঃ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩ তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.০৪২.১৬-৪০৫, তারিখ ঃ ০৪ আগস্ট, ২০১৬খ্রিঃ মোতাবেক প্রদত্ত পত্রখানা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পৃষ্ঠাংকন করে প্রেরণ করা হ'ল।

১-৪ । পরিচালক (প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/পিআইইউ/ভোকেশনাল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫-৮ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
৯-৫৯ । অধ্যক্ষ, ---সকল---পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাসএন্ড সিরামিক/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস/বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট/ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট,ফেনী/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।
৬০ । জনাব মোঃ আখতারউজ-জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬১-১২৪ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ---সকল---।
১২৫ । সংযুক্ত কর্মকর্তা, ICT সেল, পত্রখানা জরুরী ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
১২৬ । পিএ টু মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১২৭ । নথি।

(স্বাক্ষরিত) ২১/৮/১৬

(ড. শেখ আবু রেজা)
পরিচালক (পিআইডব্লিউ)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

E:\Nandi All File\ALL DTE\MINISTRY-2016\Andous\Andous.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক অধিশাখা-২

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৩ তম সভার কার্যবিবরণী ঃ

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় |
| তারিখ ও সময় | ঃ | ১০ জুলাই ২০১৬, বেলা ১১:৩০ ঘটিকা |
| সভার স্থান | ঃ | সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ | ঃ | পরিশিষ্ট-ক (সংযুক্ত) |
| উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ | ঃ | পরিশিষ্ট-খ (সংযুক্ত) |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতেই গুলশান-২ এর ৭৯ নং রোডের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরা ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের অদূরে আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মোড়ে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত দেশী-বিদেশী সকল নাগরিকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সর্বসম্মত শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০২। সভায় গুলশান ও শোলাকিয়ার মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুলিশ কমিশনার ডিএমপি সভাকে অবহিত করেন যে, গত ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ শুক্রবার রাত আনুমানিক ০৮.৪০ ঘটিকা থেকে ০৮.৪৫ ঘটিকার মধ্যে একদল সন্ত্রাসী ঢাকার গুলশান-২ এর ৭৯ নম্বর রোডের হলি আর্টিজান বেকারী রেস্তোরায় অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলায় সন্ত্রাসীগণ ১৭ জন বিদেশী নাগরিকসহ ০৩ জন নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করে। পুলিশ সদস্যগণ সন্ত্রাসীদের দমনের উদ্দেশ্যে রেস্তোরায় প্রবেশের চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীদের নিক্ষেপ করা গ্রেনেডের আঘাতে পুলিশের ২৮ জন এবং আনসারের ০১ জন সদস্য আহত হন। এছাড়াও এ হামলায় ০২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল "অপারেশন থান্ডারবোল্ট" পরিচালনা করে সন্ত্রাসীদেরকে পরাভূত করে। এ অভিযান শেষে ০৩ বিদেশীসহ ১৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। এ সময় ০৬ জন সন্ত্রাসীও নিহত হয়।

০৩। ৭ জুলাই ২০১৬ তারিখ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন সকাল আনুমানিক ০৮.৪৫ ঘটিকায় শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের পশ্চিম-উত্তর কোণে আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে মুফতি মোহাম্মদ আলী জামে মসজিদের মোড়ে পুলিশের তল্লাশী চলাকালে দুই অজ্ঞাত সন্ত্রাসী আকস্মিকভাবে পুলিশের উপর পরপর দুইটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে দশজন পুলিশ সদস্য আহত হয়। পরবর্তীতে ০২ জন পুলিশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার সময় উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়কালে বর্ণা রানী নামে একজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। এছাড়া পুলিশের গুলিতে অজ্ঞাতনামা একজন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং ০২ জন সন্ত্রাসীকে জীবিত আটক করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার স্থানীয় প্রশাসনের বুদ্ধিদীপ্ত সমন্বয় এবং পুলিশ কর্তৃক গৃহীত প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফলে ঘৃণ্য এই নাশকতামূলক ঘটনাটি সফলভাবে দমন করা সম্ভব হয়।

সভায় সকল সদস্যগণ দুইটি ঘটনার সফল পরিসমাপ্তির জন্য সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদেরকে অভিনন্দন জানান।

০৪। সভায় আলোচকগণ বলেন, গুলশান বা শোলাকিয়ার মত সন্ত্রাসী হামলা মোকাবেলা, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জঙ্গি সংগঠনগুলো সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যাতে ধর্মের নামে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিপথগামী করতে না পারে সেদিকে কঠোর নজরদারি করতে হবে। বিশেষত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে এ বিষয়ক মত বিনিময় সভা নিয়মিত করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে মহানগর পর্যন্ত জঙ্গীবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' ও 'জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য গঠিত কোর কমিটি' এর কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পুণঃপ্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

০৫। গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটনের আগে দীর্ঘদিন সন্ত্রাসীরা পরিবার থেকে নিখোঁজ ছিল। এ ধরনের নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাদকাসক্তির কারণেও তরুণ/যুব সমাজ বিপথগামী হয়ে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে থাকে। মাদকাসক্তির কারণে যাতে তরুণ/যুব সমাজ ভুলপথে পরিচালিত না হয় সে জন্য মাদকের ব্যবহার, পরিবহন ও সরবরাহ সব ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচকগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।

০৬। ঢাকার ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ গুলশানসহ অন্যান্য এলাকা থেকে অনুমোদনবিহীন হোটেল, রেস্তোরা ও অন্যান্য স্থাপনগুলো সরিয়ে ফেলা উচিত বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। একইসাথে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে আনসার মোতায়েনের ব্যয় নির্বাহ করা সাপেক্ষে বৈধ হোটেল, রেস্তোরা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রসহ অঙ্গীভূত আনসার মোতায়েন করা যেতে পারে। এ সকল স্থাপনসমূহে উন্নতমানের সিসি ক্যামেরা স্থাপন করার বিষয়েও জোর দেয়া হয়। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদেশীরা যাতে এ দেশে আগমনে/বিনিয়োগে নিরুৎসাহী না হয় সে জন্য তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আস্থা প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৭। গুলশানের সন্ত্রাসী হামলার মত ঘটনাগুলো সরাসরি সম্প্রচারে বাংলাদেশের মিডিয়ারগুলোকে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি ফোকাল পয়েন্ট থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। পীস টিভির মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করে আলোচকগণ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে পীস টিভির সম্প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

০৮। যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জঙ্গি সম্পৃক্ততা দেখা যাচ্ছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমসহ অন্যান্য শিক্ষকদের কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত গোয়েন্দা মনিটরিং করতে হবে। এছাড়া জঙ্গীবাদ প্রতিহত করতে জুম্মার নামাজ শেষে জঙ্গীবাদ বিরোধী বয়ানের ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যের মাধ্যমে যাতে ধর্মীয় উগ্রবাদ ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়টিও মনিটরিং করতে হবে। এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ বৈশ্বিক সমস্যা বিধায় বাংলাদেশে এই ধরনের কাজে তরুণ সমাজ কেন জড়িয়ে পড়ছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে এবং এই ধরনের সন্ত্রাস মোকাবেলায় জনগণ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যে কোন ঘটনা ঘটার আগে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

০৯। অপরাধ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, এপ্রিল-২০১৬ এর তুলনায় মে-২০১৬ তে মোট ১২৩টি অপরাধমূলক কার্যক্রম কমেছে। বিশেষত, শিশু নির্যাতন, নারী নির্যাতন, অপহরণের মত স্পর্শকাতর অপরাধগুলো অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিগত মাসগুলোতে এসব অপরাধের বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়ায় এই অগ্রগতি হয়েছে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিষয়ে সংঘটিত (২০১৩ থেকে ২০১৬) মোট ৫০টি মামলার মধ্যে ৪৫টি মামলার আসামিদের সনাক্ত করা গেছে। এর মধ্যে রংপুরে জাপানী নাগরিক কুনিও হোসি ও গুলশানে ইতালীয় নাগরিক তাবেলা সিজার হত্যা মামলাসহ মোট ১৪টি মামলায় চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

১০। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

| ক্রমিক | বিষয় | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|
| ১. | দেশের সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা | (ক) কোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধসহ প্রধান প্রধান অপরাধ যথা ডাকাতি, দুস্যুতা, হত্যা, ধর্ষণ, শিশু ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তৎপর থাকবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/ ডিজিএফআই/ র‍্যাব/ এনএসআই/ বিজিবি/ এসবি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২৪/১২/২০১৩ তারিখে সভায় ইতঃপূর্বে 'জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য গঠিত কোর কমিটি' এবং ০৭/০৩/২০১৩ তারিখের মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' এর কার্যক্রম জোরদার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনারগণ |
| ২. | জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ | (ক) জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। | শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনারগণ |
| | | (খ) পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে সারাদেশে দৃশ্যমান টহল ও তল্লাশী জোরদার করতে হবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/ বিজিবি/ র‍্যাব/আনসার (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বিষয়টি সমন্বয় করবে) |
| | | (গ) জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। | স্বশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ডিজিএফআই/ এনএসআই |
| | | (ঘ) ঢাকার ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ এবং আবাসিক এলাকায় অবস্থিত অনুমোদনবিহীন হোটেল, রেস্তোরা ও কর্মাশিয়াল স্থাপন গুলো সরিয়ে ফেলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/রাজউক |
| | | (ঙ) দেশের সকল এলাকার নিখোঁজ তরুণ/যুবকদের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স |
| | | (চ) জঙ্গি তৎপরতা সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়ে যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বারবার আসছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে। | শিক্ষা মন্ত্রণালয়/গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ |
| ৩. | জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রচার-প্রচারণা জোরদারকরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি | (ক) প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজের সময় জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বয়ান করার জন্য মসজিদের ইমামগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| | | (খ) বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে দেওয়া বক্তব্য নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/ ডিজিএফআই/র‍্যাব/ এনএসআই/এসবি |
| | | (গ) পীস টিভির প্রচার এদেশে নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গুলশানে সন্ত্রাসী হামলার মত ঘটনাগুলো মিডিয়ায় সম্প্রচারের বিষয়ে আরও সর্তক, দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বিষয়ে মিডিয়াকে নির্দেশনা দিতে হবে। | তথ্য মন্ত্রণালয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ঘ) বিদেশীরা যাতে এ দেশে আগমনে/বিনিয়োগে নিরুৎসাহী না হয় সে জন্য তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আস্থা প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিনিয়োগ বোর্ড/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স |
| ৪. | মাদকের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ | মাদকাসক্তির কারণে যাতে মানুষ ভুলপথে পরিচালিত হয়ে জঙ্গি সংগঠনে যোগদান না করে সে জন্য মাদক ব্যবহারকারী, পরিবহনকারী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/বিজিবি/ র‍্যাব |
| ৫. | বিচার সম্মর্কিত কার্যক্রম ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ | (ক) জঙ্গি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতার অপরাধে অভিযুক্ত এবং ফাঁসির আদেশাধীন ব্যক্তিদের মামলার রায় দ্রুত কার্যকর করতে হবে। | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| | | (খ) এপ্রিল/২০১৬ মাসে রংপুর রেঞ্জে জিআর মূলতবী গ্রেফতারী পরোয়ানার সংখ্যা ৩৪,২৭৪ যা অস্বাভাবিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘদিন গ্রেফতারী পরোয়ানা এন্ট্রি না করার ফলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়। বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ইহার অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য পূর্ববর্তী মাসের তথ্যও প্রেরণ করতে হবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স |
| | | (গ) সাম্প্রতিককালে জঙ্গিগোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর ৫০টি মামলা রয়েছে। তন্মধ্যে ১৪টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে এবং ০১টি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। তদন্তাধীন মামলার চার্জশীট দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স |

১১। সভাপতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্ব স্ব দায়িত্ব আরও সর্তকতা, আন্তরিকতা ও যথাযথভাবে পালনের অনুরোধ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-২৫/০৭/২০১৬
(আমির হোসেন আমু)
মাননীয় মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।